তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ২......

মাদ্রাসা নিয়ে ২ মাওলানার ক্ষমতার লড়াই

কিশোরগঞ্জে উত্তেজনা, পুলিশ মোতায়েন, ছাত্ররা হল ছাড়ছে

সাইফউদ্দীন আহমেদ লেনিন, কিশোরগঞ্জ থেকে : কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া মাদ্রাসায় দুই মাওলানার ব্যক্তিত্ব ও আধিপত্য বিস্তারের লড়াইকে কেন্দ্র করে গত বুধবার গভীর রাত থেকে টান টান উত্তেজনা ও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাদ্রাসার অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের হুমকি-ধামকি ও কড়া নিরাপত্তার কারণে মাদ্রাসার প্রায় ৬০০ আবাসিক ছাত্র অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, আল জামিয়া ইমদাদিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও শহীদী মসজিদের খতিব মাওলানা আনোয়ার শাহ এবং মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল বিএনপি দলীয় সাবেক সাংসদ মাওলানা আতাউর রহমান খানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে গত বুধবার গভীর রাতে মাদ্রাসার কার্যকরী কমিটির সভায় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর মাওলানা আতাউর রহমানকে ভাইস প্রিন্সিপাল পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এতে ছাত্রদের মাঝে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বরখাস্তের প্রতিবাদে একদল ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকলে কার্যকরী কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমানের নির্দেশে জরুরি ভিত্তিতে মাদ্রাসায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক এ প্রতিনিধিকে জানান, মাওলানা আতাউর রহমান খান মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আনোয়ার শাহর অপসারণ দাবি করে ছাত্রদের নিয়ে সমাবেশ ও ছাত্রদেরকে দিয়ে লিফলেট বিতরণ করায় গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্যকরী কমিটি তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। এছাড়া তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে অবিলম্বে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্তে আরো দোষ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অপরদিকে সাময়িক বরখাস্তকৃত ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আতাউর রহমান খান এ প্রতিনিধিকে বলেন, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আনোয়ার শাহ দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী, পরশ্রীকাতর ও কূটকৌশলী। তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও ছাত্র নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণে আমি তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদটির জন্য অযোগ্য মনে করি বিধায় তার অপসারণ দাবি করি। তার স্থলে কমিটির সদস্য মাওলানা কুতুবউদ্দিনকে প্রিন্সিপাল করার দাবি জানাই। তিনি অভিযোগ করেন, প্রিন্সিপালের আজ্ঞাবহ লোকদের নিয়ে গড়া কার্যকরী কমিটি তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে এবং স্থায়ীভাবে বরখাস্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি আইনের আশ্রয় নেবেন বলে জানান। তিনি এসব বিষয়ে মাদ্রাসার সর্বোচ্চ পরিষদ মজলিশে শুরার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এদিকে ধর্মীয় নেতা হিসেবে খ্যাত জামিয়া ইমদাদিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আনোয়ার শাহ বলেন, মাওলানা আতাউর রহমান খান আমার সমপর্যায়ের ভাব নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে চান। তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক বলে দাবি করেন। তিনি তার বিরুদ্ধে বিলিকৃত লিফলেটের ১২টি অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, আমার বিরুদ্ধে দুই পয়সার দুর্নীতি কেউ প্রমাণ করতে পারলে স্বেচ্ছায় মাদ্রাসা ছেড়ে চলে যাব। আতাউর রহমান আমার খ্যাতি, যশ ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত। তিনি আমাকে সহ্যই করতে পারছেন না। আমার সঙ্গে এটা তার ব্যক্তিত্বের লড়াই।

অন্যদিকে এ প্রতিনিধিসহ একদল সাংবাদিকের সরজমিন মাদ্রাসা পরিদর্শনের সময় কতিপয় ছাত্র কার্যকরী কমিটির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও অধিকাংশ ছাত্র ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আতাউর রহমানকে সমর্থন করে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানায়। তারা অভিযোগ করে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কার্যত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তারা মাদ্রাসার বাইরে যেতে পারছে না। এমনকি তাদেরকে নামাজ পড়তে মসজিদেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের অভিভাবকদেরকেও ভেতর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি, পুলিশ প্রত্যাহার ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানায়, তারা জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে।

সর্বশেষ খবরে জানা যায়, বেশির ভাগ ছাত্র গতকাল শনিবার ছাত্রাবাস ত্যাগ করে চলে গেছে। ভাইস প্রিন্সিপালের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তারা ফিরে আসবে না বলে জানিয়েছে। মাদ্রাসায় এখনো পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।